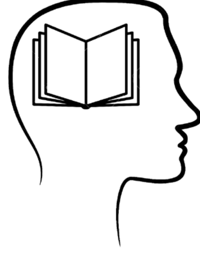
তীরের অপেক্ষায়

অর্ণব মুখোপাধ্যায়





TIRER OPEKHAY

A Collection of Bengali Poems
by Arnab Mukherjee

কলকাতা বইমেলা 2019

গ্র ন্থ স্ব ত্ব ঃ লেখক

প্র চ্ছ দ ঃ রিয়া দাস

নি বে দ ক ঃ শব্দসাঁকো

প্র কা শ ক
সৌরভ বিশাই কর্তৃক
বার্তা প্রকাশনের পক্ষে
কশবা বেসিক স্কুল রোড, ওয়ার্ড নং-১৩
এগরা পৌরসভা, সূচক ৭২১৪২৯, পূর্ব মেদিনীপুর

বি নি ম য় ঃ চল্লিশ টাকা

ব র্ণ স্থা প ন ও মু দ্র ণ
বিশাইবাবু মিডিয়া, এগরা ৭২১৪২৯ পূর্ব মেদিনীপুর থেকে মুদ্রিত

উৎসর্গ

একটা গল্প লিখতে জীবনে অনেকগুলো মানুষের সাথে সময় কাটাতে হয়।তারা না থাকলে আমার ভাবনারা ভিড় করতোনা। আমার কলেজের বন্ধুদল, কিছু শিক্ষক, ফেসবুকের কিছু বন্ধু।

রিয়া দাস, যাকে ছাড়া এই বইটাই হতোনা।
সুদেষ্ণা সাহানা, আমার এই ভাবনার প্রথম পাঠক।
আমার বাবা মা দাদা পিছন থেকে বরাবর ঠেলেছে।

আর সবশেষে বলবো, মালতীদের কথা, এটা তাদেরই গল্প।

১)

বয়স হয়েছে, নানা রোগে শরীর ভেঙে পড়েছে। কিছু মনে রাখতে পারিনা, নাম, ঠিকানা, তারিখ কিছুই মনে থাকেনা।

দরজায় তালা দিলাম কিনা বার কয়েক দেখে রাস্তায় নামলাম। আমায় খুঁজতে হবে। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন, ওর কাছেই কাটাতে চাই, আর বসে অপেক্ষা করা যাবেনা। আচ্ছা আমি কিসের অপেক্ষা করছি? মৃত্যুর?নাকি ওর? আচ্ছা এই ও টা কে?কাকে খুঁজছি আমি? আমার কি খুব কাছের কেউ? আমার স্ত্রী? নাকি অন্য কেউ? রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছি, দুপুরের রোদ মাথায় পড়ছে, শরীর ক্লান্ত লাগছে। জল নিয়ে আসিনি। আমি কি তাকে খুঁজে পাবোনা?? মৃত্যুর আগেও কি মনে পড়বেনা, কি খুঁজছি। একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো, মেয়ে বলবো নাকি মহিলা জানিনা, বছর চল্লিশের মহিলা। নিজের জলের বোতলটা আমায় দিল। বললো, "কাকু, কোথায় যাচ্ছো এই রোদে?শরীর খারাপ লাগছে??" আমি দেখলাম, মেয়েটাকে খুব চেনা লাগলো, নাম মনে পড়লোনা। হয়ত এমন দেখতেই কাউকে খুঁজছি। আমার নিজের ঠিকানাও আমি ভুলে গেছি, এখন আমার ঠিকানা রাস্তা। মেয়েটা আমায় নিয়ে যাচ্ছে হাত ধরে, কোথায় জানিনা...

২)

প্রকাশ স্যারের টিউশনে সবাই পড়তে যায় পাস করতে, কিন্তু আমি যাই মালতীকে দেখতে। আমাদের এলাকার গার্লস স্কুলে পড়ে, আর্টসে। আমি সায়েন্সে। ইংরাজিটা দুজনেই প্রকাশ স্যারের কাছে পড়তে যাই। আমার ইংরাজি ইতিহাস হয়ে গেছে, মালতী আকাশী কুর্তি পরে আসে, হাসে, আমার দিকে চোখ যায়, সরিয়ে নেয় যত্ন করে। যেন আমায় দেখা পাপ, দেখলে ও অপবিত্র হয়ে যাবে। ধীরেধীরে আলাপ হলো। তারপর ওর উল্টোদিকে বসতাম, চোখে চোখ পড়লেই হাসতাম। মালতীও হাসতো। ভালোবাসাবাসি বুঝিনা, তবে মালতীকে না দেখে কোনোদিন থাকতে পারবোনা জানতাম। একদিন দুজনে টিউশন থেকে ফিরছিলাম, বলেই ফেললাম, "মালতী একটা কথা বলবো, রাগ করিসনা, আমি না...তোকে ভালোবাসি..."
বলেই ছুটে পালাই। আমি জানতাম ও রেগে যাবে, হয়ত চড় মারবে, তাই আগেই পালিয়েছি। পরের দিন টিউশন যাইনি ভয়ে। দুদিন বাদে যেতে ওর দিকে তাকাইনি, আড়চোখে দেখেছি, ও তাকাচ্ছে না, আমার দিকে। ছুটির পর চুপি চুপি বাড়ি আসছি, পিছন থেকে বললো, "দীপ দাঁড়া, শোন..."

৩)

পিয়ালিকে ঠকাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি। বিয়ের পর থেকে ওকে কোনো সুখ দিতে পারিনি। ও এখন ঘুমোচ্ছে, আমার এই মধ্য রাত ডায়েরি লেখার সময়। পিয়ালির খুব সখ একটা ছোট্ট ছেলের মা হবে। ছেলের নাম ভেবেছে, উজান রাখবে। কিন্তু আমি দিতে পারিনি। পিয়ালি অভিযোগ করেনা, জানতে চায়না কেন আমি তার ব্যাপারে এমন উদাসীন। তবু আমি জানি, আমি তাকে ঠকাচ্ছি। বিয়েটা কেমন হুট করে হয়ে গেল, দুজন দুজনকে জানার চেনার কোনো সুযোগই পেলাম না। আচ্ছা, পিয়ালি কি অন্য কাউকে ভালোবাসতো, বিয়ের তিনবছর হয়ে গেলো, এখনো এটাই জিজ্ঞেস করে উঠতে পারলাম না। কেমন স্বামী আমি, যে থাকতেও তার স্ত্রী রোজ চোখে জল নিয়ে ঘুমায়। পিয়ালি উঠে বসলো, বললো, "তুমি শোবে না??অনেক রাত হলো, শরীর খারাপ করবে, কাল সকালে অফিস আছে, শুয়ে পড়ো। "
বলেই সে শুয়ে পড়লো। আর কোনো জোরাজুরি নেই, আবদার নেই। অদ্ভুত এক সম্পর্ক আমাদের, অদ্ভুত এই মেয়েটা, বিয়ের দিন লাল বেনারসিটায় কি সুন্দর লাগছিলো। আচ্ছা আমি কি পারিনা ওকে কাছে টেনে নিতে? ও কি রোজ অপেক্ষা করে, কবে আমি নিজে থেকে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। ও আমার টাই বেঁধে দেয়, টিফিন গুছিয়ে দেয়, জানলা দিয়ে অফিস যাওয়া দেখে, শুধু ভালোবাসি বলতে পারেনা, হয়ত বলার অপেক্ষা করে...

৪)

মেয়েটার নাম নীলা। চোখ দুটো খুবই মায়াবী। দেখলে বোঝা যায়, অনেক দুঃখ সে চেপে রেখেছে। কোনোদিন সুযোগ হলে জানতে চাইবো সেই ব্যাপারে।

নীলা জিজ্ঞেস করলো, "কাকু, কিছু মনে পড়লো? আমি তোমায় কোথায় নিয়ে যাবো বলোতো। রাস্তায় ওভাবে দেখে মায়া লাগলো, কিন্তু আমাকেতো অফিস যেতে হবে। "

আমি নীলার খুবই অসুবিধার কারণ হয়ে উঠছি। শুধু মাত্র ঝামেলায় পড়ার জন্যই বেশির ভাগ মানুষ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা।
আমি বললাম, "তুমি অফিস যাও, আমি ওই বেঞ্চে একটু বসে থাকি। তারপর বাড়ির ঠিকানা মনে পড়লে চলে যাবো। চিন্তা করোনা। "

নীলা কিছুটা কিন্তু কিন্তু করলো, আর হাত ঘড়িটা চোখ বুলিয়ে, বললো, "কাকু তুমি বসো এখানে, মনে পড়লে ভালোই, নয়ত অপেক্ষা করবে, কেউ না কেউ ভালো মানুষ, তোমায় ঠিক সাহায্য করবে। বেশি কোথাও যাবেনা, গাড়ি ঘোড়া চলছে, ওখানেই বসো। "

নীলা চলে গেল। আমি বেঞ্চে বসলাম। সন্ধ্যেবেলা নীলা ফেরার পথে আমায় বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এলো। বললো, "কাকু, তুমি এই ঠান্ডায় এখানে এখনো বসে?বাড়ি যাওনি?"

আমি ঠান্ডায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, "মনে পড়েনি। আর কোনো ভালো মানুষ আসেনি, তাই তোমার কথা মতো অপেক্ষা করেছি, দেখো ভালো মানুষ হাজির, হাহাহাহা। অপেক্ষা করতে আমার বেশ ভালোলাগে। "
নীলা হাসছে। আমি নীলার সাথে ওর বাড়ি যাচ্ছি।

নীলা বললো, "জানো, তোমায় প্রথম দেখা থেকে আমার কেমন আপন আপন লাগে। হয়ত নিজের বলে কাউকে পাইনি বলেই, সব জায়গায় মায়ায় জড়িয়ে যাই। "

৫)

কি বলবে মালতী?আমার ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কারণ আমি ওর মুখ থেকে খারাপ কিছু সহ্য করতে পারবোনা। মালতী বললো, "তুই আমায় ভালোবাসিস?"। আমি মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে না জানালাম। মালতী গলা চড়িয়ে বললো, "ভালোবাসিস না??? "
আমি ভয়ে বলে ফেললাম, "হ্যাঁ বাসিতো, খুব ভালোবাসি। "
মালতী বললো, "আচ্ছা, আমার ব্যাগটা রোজ বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসবি?রোজ তেঁতুলতলা থেকে ঝুরিভাজা খাওয়াবি? যদি করিস তাহলে ভেবে দেখতে পারি। "

"ভেবে দেখবি মানেটা কি?আমি অতো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবোনা। তার চেয়ে আমায় বলে দে, তোর বাড়ির মানা আছে, এসব করা যাবেনা", আমি বললাম।

মালতী বললো, "হ্যাঁ, সেটাইতো চাস তুই। এনে ব্যাগটা নে, আর ঝুরিভাজা খাওয়াবি চল, আর হ্যাঁ, আমি রাজি, এবার চল। "
আমি যে কতটা খুশি হয়েছিলাম, আমি নিজেও জানিনা।

আমাদের প্রেমটা শুরু হলো। আর পাঁচজনের মতোই আমরা ঘুরতাম, কথা বলতাম, আমাদের এক বন্ধু ছিল, রাখি, ওকে দিয়ে চিঠি আদান-প্রদান করতাম। এরপর কলেজে গেলাম, সিনেমা হলে প্রথম চুমু খাই। যদিও ও ওর বাবার ভয়ে অর্ধেক সিনেমা দেখেই উঠে বাড়ি চলে যায়, আর তাই ভালোলাগলেও অর্ধেক সিনেমা দেখেই আমাকেও বেরোতে হয়।

৬)

পিয়ালির নিজের বলতে এখন আর কেউ নেই, মা ছিল শুধু, তাও কয়েক মাস হলো, মারা গেছেন। বড্ড অভাগী মেয়েটা। জীবনে কিছুই পেলোনা। বিয়ের তিনবছরে কোথাও বেড়াতে যাইনি আমরা, কোনো মুভি দেখতে যাইনি কোথাও। ব্রাশ করতে করতে দেখলাম, ও ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। কেন করছে? কি লাভ ওর? ওকে একদিন জিজ্ঞেস করবো, কেন এসব করো তুমি?আমিতো কিছুই দিতে পারিনি তোমায়, তাও কেন? আমি জানি ও বলবে, "তুমি কিছু দেবে আবার কি, আমি কি কোনোদিন কিছু চেয়েছি?"

সত্যি একটা মেয়ে কি করে কিছু চায়না জানিনা। বিয়ের প্রথম দিকে বলতো, ও মন দিয়ে সংসার করতে চায়, সেই জন্যই ওর স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দেয়। বলে, আমার স্বপ্ন আমার স্বামী, ছোট্টো উজানকে নিয়ে আমি সুন্দর করে সংসার সাজাবো।

সংসার হয়ত এখনো ও সাজাচ্ছে, কিন্তু একা একাই। আমার চোখের সামনে পিয়ালি পাউরুটিতে জ্যাম মাখাতে মাখাতে একটা শিশু হয়ে গেছে, অনেক খেলনা নিয়ে ঘরে বসে খেলছে, জানলা দিয়ে বাইরের মাঠ দেখা যাচ্ছে, সেখানে অনেক বাচ্চারা খেলছে। কিন্তু সে বায়না করছেনা, বাইরে খেলতে যাবার। পিয়ালির মতো মেয়ের কোনো বায়না থাকেনা...

৭)

নীলা নিজেই রান্না করলো, একসাথে দুজনে খেলাম। নীলা আমায় আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে, নিজে শুতে গেল। দুটো ঘরের খুব সুন্দর একটা ফ্ল্যাট। একটা অ্যাকোরিয়াম আছে আমার ঘরটায়। কয়েকটা মাছ আপন মনে খেলছে। আচ্ছা, তারাও কি কাউকে খুঁজচ্ছে? নদী বা কোনো জলাশয় থেকে এদের তুলে এনেছে, কত আপনজনের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এরা হয়ত তাদের খুঁজচ্ছে, আমরা ভাবছি, খেলছে। মাছেদের কি মনে থাকে, তারা কাকে খুঁজছে? আমার মনে থাকেনা। তবে নীলার সাথে পরিচয় হয়ে নিশ্চিন্ত লাগছে, ও আমায় সাহায্য করবে খুঁজতে।

পরদিন নীলা আমার রান্না করে, চাপা দিয়ে রেখে, অফিস চলে গেল। আর বিকেল করে ফিরে এলো। এসে আবিষ্কার করলো ঘরের অবস্থা খুব খারাপ। বাথরুমের জল খুলে রাখা, জলে চারিদিক ভর্তি, ফ্রিজের দরজা খোলা, আমি আইসক্রিম খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে গেছি, বুঝতেও পারিনি। নীলা ডেকে তুললো।

সে খিলখিল করে হাসছে। যেন জলতরঙ্গ বাজছে, আমি মন দিয়ে শুনছি। আমার নিজের নামটাও মনে নেই। মনে করার চেষ্টা করছি, জানি হয়ত মনে পড়ে যাবে, কিন্তু এখন তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আমি কাকে খুঁজছি। নীলা বললো, "কাকু মেলায় যাবে?চলো ঘুরে আসি। "

মেলা?হ্যাঁ, গেলেই হয়। কত বছর মেলায় যাইনি। আগে যেতাম, কার সাথে বেশ যেতাম, মনে পড়ছেনা।

৮)

দুর্গাপুজোয় আমি পুষ্পাঞ্জলি দিইনা, মালতী দেয়, ওদের পাড়ার মন্ডপেই। ওর বাবা মাও সাথে থাকে। আমি মাকে জিজ্ঞেস করি, অঞ্জলিটা কখন?মা জিজ্ঞেস করে, "কেনরে অঞ্জলি নিয়ে তোর কি?"
মাকে কি করে বোঝাই, মালতী শাড়ি পরে আসবে, অঞ্জলি দেবে, আমি দেখবো। এটাইতো আমার অঞ্জলি। প্রত্যেক বছর অষ্টমীতে আমি ওদের ওখানের মন্ডপে সকাল থেকে হাজির হয়ে যাই। ও বাবা মার সাথেই আসে নীল শাড়ি পরে, আমি দেখি। নীল শাড়িতে আমি ওকে স্বপ্নে দেখি, ব্যালকনিতে ও নীল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় আঁচল উড়ছে। আমি নিচে থেকে ক্যাবলার মতো তাকিয়ে আছি।

ও কোথাও গেলে আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখি, চোখে চোখে কথা হয়। চোখে চোখে প্রেমটাই হয়ত একদিন হারিয়ে যাবে, তখন মানুষ আর একে অপরের চোখের দিকে তাকাবেনা।

আমি জামা প্যান্ট যা পরি, মালতী পছন্দ করে দেয়। এক এক সময়তো মালতী না থাকলেও, আমার মনে হয় মালতী পাশেই বসে। বিশেষ করে জ্বরের রাতে। আমি অপেক্ষা করি, কবে জ্বর ভালো হবে, আমি আবার মালতীকে দেখতে যাবো।

ছোটো ছোটো দূরত্ব গুলোই আরো কাছে আনে আমাদের। এই সবের মাঝে আমার পড়াশোনার খুব ক্ষতি হচ্ছে। আমি জীবনে কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা।

৯)

একসাথে খেতে বসেছি, পিয়ালিকে আগেও বলেছি, কোথাও চাকরি করতে, ও শোনে না। সারাদিন বাড়িতে একটা মানুষ থাকে কি করে? বই পড়ে, গান শুনে কতক্ষণ চলে? আবারও বললাম, "পিয়ালি, তুমি একটা চাকরি করো বুঝলে। দরকার হলে, আমি মিঃ রয় কে বলবো, ওনার স্কুলে পড়াবে তুমি। আবার শুরু করো। কি হবে সারাদিন ঘর বন্দি থেকে?"
পিয়ালি চুপ করে আছে, কিছু বলছেনা, তার চোখ নিচের দিকে। আমি আবার বললাম, "পিয়ালি, শুনছো, আমি কি কথা বলবো ওনার সাথে?"
মিঃ রয় মানে, অনিমেশ রয়, আমার এক বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি। আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক, ওনার একটা প্রাইভেট স্কুল আছে, আমায় বলেছিলো, পিয়ালি যদি কোনোদিন পড়াতে চায়, তবে তাকে যেন বলি, সে ব্যবস্থা করে দেবে। পিয়ালি বললো এতক্ষণে, "আমি বন্দি কে বললো?আমিতো কারো স্ত্রী, কারো সংসার সামলাচ্ছি, কারো নাম ধারণ করছি, ওয়াইফ অফ মিঃ চৌধুরী, মিসেস চৌধুরী। এতকিছু নিয়ে আমি আছি, আর বাইরে কাজ কি করবো? তবু তুমি যদি চাও, আমি করবো। "
আমার বুকটা কেমন হুহু করে উঠলো। আচ্ছা, এই মেয়েটাকে কি আমি একটু ভালোবাসতে পারিনা? একদিন হয়ত ওর না বলা চোখই ভালোবাসতে বাধ্য করবে।

১০)

আমরা দুজনে মেলায় গিয়ে, একটু ঘুরে দেখে, ফুচকা খেতে গেলাম। নীলা জোর করে নিয়ে গেল। আমি এখন আর বেশি খেতে পারিনা, পেটটাও সঙ্গ দেয়না। প্রায়ই ছুটতে হয়, আমার পরিচিত, এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে। ডাক্তারটার নামটাও ভুলে গেছি।

আমরা ফুচকা নিলাম। আমারটায় কম ঝাল। নীলা আরো ঝাল দিতে বলছে ওরটায়। সেই ঝাল খেয়ে, খুব লাফাচ্ছে, তবু খাচ্ছে। আমি জীবনের খেলা দেখছি, মুগ্ধ হচ্ছি। আমার চোখ নীলার দিকে আটকে, নীলাও এখন তাকিয়ে, দুজনের চোখ যেন কেউ তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখেছে। আমি জানি আমার প্রেমের বয়স নেই। এটাকে প্রেম বলে কিনা, তাও জানিনা।

নীলা হাঁটতে হাঁটতে আমার হাতটা ধরেছে। আমার কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে। হরমোনের সমস্ত খেলা আমার এই জীবনের মতো শেষ জানি, তবু মন বলে হয়ত, এখনো কিছু বাকি।

তা না হলে, কর্মচারীর বারণ সত্যেও নাগরদোলায় চাপলাম দুজনে। আমি শক্ত করে নীলার হাত ধরে, চোখ বন্ধ করে বসলাম।

শেষ হবার আগে যেমন আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে, আমার অবস্থা এখন হয়ত তাই। তবু এই জ্বলে ওঠা মুহূর্ত আমি উপভোগ করছি।

রাতে বাড়ি এসে কখন ঘুমিয়ে গেছি জানিনা, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি, নীলা বিছানার ধারে আমার কাঁধে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

১১)

ওর বাবার নাইট ডিউটি থাকলে, আমি চুপিচুপি ওর বাড়ি যাই অনেক রাতে। পাঁচিল টপকে, ওর ঘরে ঢুকি। ওর মা পাশের ঘরে ঘুমায়, আমরা চুপ করে শুয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে যৌনতা আসেনি, শুধু একে অপরের কাছে থাকাই ভালোবাসা, এটাই বুঝি।
একদিন ওর মা জানতে পারলেন সবটা। আমায় ডেকে পাঠালেন ওনাদের বাড়ি। আমিতো কিছুতেই যাবোনা। মালতী বলতে লাগলো, "আরে চল, মা সবটা মেনে নিয়েছে, চিন্তা করিসনা। "

ওর অভয় দেওয়াতে আমি ওদের বাড়ি হাজির হলাম একদিন সন্ধ্যেবেলায়।

কাকিমা আমার সামনে বসে, দুজনেই কোনো কথা বলছিনা, জামাই হিসাবে আমি বড়ই বাচ্চা। পছন্দ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি সব সময় নেতিবাচক ভাবি, আমায় মালতী বারবার বলে, ইতিবাচক ভাবতে, আমি পারিনা।

মালতীর মা ভিতরে যাই ভেবে থাকুক না কেন, বাইরে থেকে পছন্দই জানালেন। আমার জন্য প্রায়ই রান্না করে পাঠাতেন। আলুর পরোটা খুব ভালো করেন কাকিমা। কিন্তু সমস্যা হলো যখন মালতীর বাবাকে ওর মা সবটা জানালেন। কাকু মেনে নিতে পারলেন না। সেই সিনেমার মতো এক অজুহাত, ছেলে কি করে?অভাব দরজা দিয়ে ঢুকলে, ভালোবাসা জানলা দিয়ে পালাবে। আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন মালতীর বাবা।

১২)

মিঃ রয় রাজি হয়ে গেলেন, কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনবছর বাদে, পিয়ালি স্কুলে যেতে শুরু করলো। আমার অফিস যাবার পর ও স্কুলে যায়। এখনো, আমি টাই পরতে পারিনা, ও পরিয়ে দেয়, আমি ওর দিকে তাকাই, ও আমার দিকে তাকায়না, একমনে টাই বেঁধে দেয়।
এত অবজ্ঞা একজন করতে পারে কাউকে? আচ্ছা অবজ্ঞা কে কাকে করছে? টাই বাঁধা হতেই ঘুরে চলে যাচ্ছে পিয়ালি, আর কি কোনো কথা নেই আমায় বলার ওর। আচ্ছা আমিওতো পারি, পিছন থেকে ওর হাতটা টেনে ধরতে। ও কি করবে তখন? লজ্জা পাবে? না না, অভিমান করবে জানি। অনেক অভিমান জমে আছে ওর। কিন্তু পিয়ালির মতো মেয়ের কি অভিমান হয়? কেমন অনুভূতিহীন পাথর হয়ে গেছে। আমি অফিস যাচ্ছি, ও জানলা দিয়ে দেখছে, ভালোর মধ্যে এটুকুই ও এরপর স্কুলে পড়াতে যাবে।

ও ইতিহাস পড়ায় স্কুলে। আমি রোজ রাতে এসে জিজ্ঞেস করবো ভাবি, যে আজ স্কুল কেমন গেল?জিজ্ঞেস করা আর হয়না। আসলে কি ভাবে কথা শুরু করবো, এটাই জানিনা। আমাদের কথোপকথন শুধু, "ডালের বাটিটা একটু এদিকে দেবে?", "তোমার জামা প্যান্ট বের করে রেখে দিয়েছি ও ঘরে", "আজ আমার আসতে একটু দেরি হবে", "৭টা বেজে গেছে, অফিসের দেরি হয়ে যাবে"। একটা জীবন এই কটা কথাতে কেটে যাবে...

১৩)

দিন কাটে, আমি জানিনা আমি নীলার বোঝা হয়ে যাচ্ছি কিনা। নীলা বুঝতে দেয়না। আমি টিভি দেখি, গান শুনি, গল্পের বই পড়ি, আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি, নীলার ফেরার। আচ্ছা নীলাকে কম্পলেক্সের কেউ জিজ্ঞেস করেছে নিশ্চয়, যে লোকটা কে?কি বলেছে ও? সত্যি, আমি ওর কে?এই জগতে সব সম্পর্কের নাম থাকাটা হয়ত জরুরি নয়।
নীলাকে জিজ্ঞেস করি, ওর বাবা মার কথা, বিয়ের কথা। নীলা চুপ করে থাকে, নয়তো এড়িয়ে যায়। তারপর একদিন, হঠাৎ নিজেই এসে বলে, "আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে, আয়ুষ্মান ত্রিবেদী। দিল্লীর ছেলে। একটা সোশাল সাইটেতে আলাপ, তারপর প্রেম, বিয়ে, সংসার, ডিভোর্স। আর রইলো বাবা মার কথা, ওনারা আলাদা থাকেন, বা বলা ভালো আমি ওনাদের থেকে আলাদা থাকি। ছোটো থেকেই দেখছি, বাবা মার মধ্যে ঝামেলা, মা কোনোদিন বাবাকে ভালোবাসেইনি, তবু ডিভোর্স দিতে পারেনি। বাবা সারাটা জীবন মানিয়ে নিয়েই কাটিয়ে দিলো। তখনই জানতাম সংসার সুখের হয়না। তবু প্রেম এলো। আবার ভেসেও গেল। ছেড়ে গেল শুধু ভালো থাকার অপেক্ষা। আর কিছু জানার আছে তোমার?এত কৌতূহল আমার ভালোলাগেনা। আচ্ছা আমায় দেখে কি তোমার খুব দুঃখী মনে হয়?আমি কি কোনোদিন তোমার সামনে বসে কেঁদে ভাসিয়েছি?আমি অনেক খুশি আমার জীবনে, তুমিও খুশি থাকো। "

বলেই বেরিয়ে গেল নীলা। আমি বসে রইলাম। কত ঝড় গেছে মেয়েটার।

অনেক রাতে বাথরুম উঠে দেখি, নীলার ঘরে আলো জ্বলছে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, নীলা পড়ে আছে টেবিলে, পাশে মদের গ্লাস।

১৪)

দেখা নেই, যোগাযোগ নেই, তবু অনুভবে আছে মালতী। আমি জানি মালতী শুধু আমার। রাখীকেও মালতীর বাবা, ওদের বাড়ি যেতে মানা করে দিল। কিন্তু অদ্ভুত এক সংযোগ ছিল আমাদের। কোনোদিন, হঠাৎ মনে হল, মালতী এখন কোথাও যাচ্ছে, স্টেশনে আছে এখন। আমি দৌড়ে স্টেশনে যেতাম। আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই, কি করে সত্যিই মালতী ওখানেই থাকতো। আমার চোখ বেয়ে জল আসতো, মালতীরও। কথা হতোনা। শুধু দেখা, একবার চোখে দেখা।

আমার একটা গল্পের বই ওর কাছে ছিল, একদিন এক ভদ্রলোক এসে আমার বাড়িতে বইটা মাকে দিয়ে গেলেন। তিনি আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। আমি জানিনা, আমার বইটা মালতী কেন দেখালো তার বাবাকে, যে আমার বই তার কাছে রয়েছে। না বললে ওর বাবা জানতেও হয়তো পারতোনা।

আমার বই-এ এখনো মালতীর গন্ধ লেগে, মালতী হয়ত আমার কথাই ছাদে দাঁড়িয়ে ভাবছে। এখন জানতে পারিনা, কখন ওর বাবা থাকেন না, তাই রাতে পাঁচিল পেরোনো হয়না।

আমি ডায়েরিতে কবিতার নামে আঁকিবুঁকি কাটতে শুরু করলাম। আমি অপেক্ষা করবো, আমি জানি, জীবন আমায় হতাশ করবেনা। মালতী আবার আসবে, আমি অপেক্ষা করবো।

১৫)

স্কুলের কাজে ইদানীং খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে পিয়ালি, খাতা দেখা, প্রশ্ন তৈরি করা। আমার খুব ইচ্ছে হয়, ওকে সাহায্য করতে।
আমি একদিন ফেরার সময় কি মনে হলো, দুটো আইসক্রিম নিয়ে এলাম। একসাথে খেতে পারবো কিনা জানিনা, জানিনা ওকে দিতে পারবো কিনা।
ও নিলো, আলাদা রেখে দিলো ফ্রিজে, পরে খাবে বলে। কেমন আনরোমান্টিক মেয়েটা। আরেকদিন আমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরলাম, মনে অনেকটা জোর নিয়ে বললাম, "পিয়ালি, আজ বাইরে কোথাও খেতে যাবে? জানি তুমি যেতে চাইবেনা হয়তো, কিন্তু আমার জন্য হলেও চলো। "

পিয়ালির মুখে আনন্দ নেই, চুপ করে ঘরে গিয়ে শাড়ি বদলে এসে দাঁড়ালো। কি মিষ্টি লাগছে। এমন একজনকে নিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে গিয়ে ভালোবাসার কথা না বললে, আমি সমাজে থাকার হয়ত যোগ্য থাকবোনা। কিন্তু কিছুই বলে উঠতে পারলাম না। দুজনে চুপ করে বসে, খাবার অর্ডার করে, খেতে শুরু করলাম। অনেক রাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম, আমার হাতের খুব কাছে ওর হাতটা। আমি যদি ধরে হাঁটি, ও কি রেগে যাবে?না আমি আবার পারলাম না। আমি বুঝছি, মেয়েটাকে আমি ভালোবেসে ফেলছি। আমার একটা অতীত আছে, সে সব কাটিয়ে কোনোদিন ওকে কাছে টানতে পারিনি, এখন খুব ইচ্ছে করছে। বিয়ের প্রথম প্রথম এটা ওটা শরীর ভালো নেই, কাজ করবো এসব বলে ওকে দূরে রাখতাম, এখন চেয়েও কাছে যেতে পারিনা...

১৬)

পরের দিন, অফিস যাবার আগে, খাবার টেবিলে, নীলাকে বললাম, "আচ্ছা, মদটা না খেলে কি কষ্ট ভোলা যায়না?"
নীলা খেতে খেতে থেমে গেলো। উঠে পড়লো। আর একটাও কথা না বলে, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল।
আমি আবার অপেক্ষা করতে শুরু করলাম, আমার স্মৃতি ফিরে আসার, বিকেলে নীলার ফিরে আসারও।
নীলা সন্ধ্যেবেলা ফিরলো। আমার জন্য চকলেট এনেছে, নিজেও খাচ্ছে। আমার সাথে তেমন একটা কথা বলছেনা। এত বয়সেও আমি মেয়েদের বুঝতে পারিনা। জানিনা, ওর আমার উপর রাগ হয়েছে নাকি বিরক্ত, নাকি অভিমান?
রাত ১১টায় হঠাৎ ফোন এলো একটা। আমি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, নীলা কোথাও বেরোচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে?কোথায় যাচ্ছো?কারো কিছু হয়েছে? বলো আমায়?"
নীলা বিরক্ত হয়েই বললো, "তুমি শুয়ে পড়ো, আমার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, বাবা হসপিটাল নিয়ে গেছে, আমি ওখানেই যাচ্ছি। "
আমি বললাম, "দাঁড়াও আমিও যাবো। এই সময় পাশে থাকা দরকার। "
নীলা চুপ করে আমার কাছে এলো, আমার হাত ধরে বললো, "তুমি এখন রাতে কোথাও যাবেনা, শুয়ে পড়ো, আমি কাল সকালে আসবো একবার। তারপর তোমায় নিয়ে যাবো। যাও দরজাটা দিয়ে শুয়ে পড়ো। "
নীলা চলে গেল হসপিটালে। আমি ব্যালকনি দিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছি, ক্যাব বুক করেছে, গাড়ি এলো, ও উঠে চলে গেল।

১৭)

বেশ কয়েক দিন মালতীর কোনো খবর নেই। মালতীর কি কিছু হয়েছে? মালতী রাখিকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠালো। চিঠিতে মালতী লিখেছে,
"প্রিয় দীপ,
জানি আমায় তোর খুব মনে পড়ছে, আমিও তোকে দেখার জন্য ছটপট করছি। কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে। বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বিছানা বন্দি। আমি বাবাকে কথা দিয়েছি, বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করবো। আমি ভাবতেও পারিনা, তোকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজের স্বামী হিসাবে মানবো, কিন্তু জীবন আমাদের অনেক পরীক্ষাতেই ফেলে। জানি পারবিনা, তাও বলবো আমায় ভুলে যাস। ভালো করে পড়ে, ভালো চাকরি কর, এই আশাই করবো। হয়ত আর আমাদের দেখা হবেনা, তোর ঠান্ডা হাত আমার গালদুটো ছোঁবেনা, কিন্তু একটা কথা দিতে পারি, আমি যত দূরেই যাই, আমি একদিন তোর কাছে ফিরবোই। হয়ত অন্যের স্ত্রী হয়েও, আমি ফিরবো। তুই অপেক্ষা করবিনা?
ইতি, তোর মালতী। "
আমি চুপ করে বসে, আমার দুই গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি জানিনা আমি কি করবো। শুধু জানি আমি অপেক্ষা করবো, অপেক্ষা আমায় করতেই হবে। আমি জানি মালতী তার কথা রাখবে।
আমি মানলেও আমার চোখ মানে না, মনও মানেনা। যেখানেই সানাই-এর শব্দ শোনে আমার চোখ থাকতে পারেনা। আমি কাঁদতে চাইনা, তবু রোজ রাতে বালিশ ভেজে। ট্রেনে যেতে যেতে অজান্তেই গাল বেয়ে জল নেমে আসে।

১৮)

পিয়ালিকে নিয়ে রোমান্টিক একটা মুভি দেখতে গেলাম, ভেবেছিলাম, এতে হয়ত কিছুটা ওর কাছে যেতে পারবো। আমি যে কোনোদিন আবার কাউকে ভালোবাসতে পারবো আমি ভাবিনি। ভেবেছিলাম, আমার অতীত আমার থেকে ভালোবাসার অনুভূতি সবটা নিয়ে চলে গেছে। আমার কাছে আর হয়ত কোনো নীলপদ্ম নেই পিয়ালিকে দেবার মতো। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম, আমার বাগান ভর্তি নীল পদ্ম, তা দিয়ে পিয়ালির জীবনটা আমি সাজিয়ে দিতে চাই। আর অতীতে বাঁচা নয়, এবার বর্তমানকে আপন করে নিতে হবে। আমাকে ওকে বলতে হবে, যে আমি এখন ওকে ভালোবাসি।
ওর জন্মদিন, আমি তিনবছর ওকে শুভেচ্ছাটুকুও ভালোভাবে জানাইনি, আজও না। মনে না থাকার ভান করে অফিস চলে এসেছিলাম। এখন বেরিয়ে, গিফট নেবো, ফুলেরতোড়া নেবো, আর একটা কেক। আচ্ছা কি গিফট নেওয়া যায়। আমিতো ওর কি পছন্দ, কি পছন্দ নয় কিছুই জানিনা। আমি একটা রিং নিলাম, এটা দিয়েই ওকে প্রোপোস করবো। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনা, দুপুরে বাড়ি চলে এলাম। সারপ্রাইজ দেবো ওকে। ও আজ স্কুলে যায়নি, বাড়িতেই হয়ত বই পড়ছে। আমার কাছে ঘরের আরেকটা চাবি থাকে, বেল না বাজিয়ে, চুপিচুপি লক খুলে ভিতরে গেলাম...

১৯)

সকালে নীলা এলোনা। আমি অপেক্ষা করলাম, এই একটাই জিনিস আমি খুব ভালো পারি। ফ্রিজে তেমন কিছু খাবার পেলাম না। শুকনো বিস্কুট খেতে ভালোলাগছেনা। আমায় আগুনের কাছে যেতে নীলা মানা করেছে, তাই যাইনি। কিন্তু খাবো কি জানিনা।
আমি বাইরে বেরোলাম। নীলার ঘরের চাবি আমার কাছে। আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। কোথায় যাবো জানিনা। জানিনা নীলার মা কেমন আছে, নীলা কি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে?ওর বাবাকে কি ও সামলাচ্ছে?
আমি রাস্তার মাঝখানে, আমি বুঝলাম, একটা গাড়ি জোরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আমায় ধাক্কা মারবে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আমায় টেনে বাঁচিয়ে নিলো।
"আরে ক্যা কার রহে হেঁ আপ?আয়সে কোই চ্যালতা হে ক্যা?মরনা হে আপকো?"তিনি বললেন।
ভদ্রলোক বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা চওড়া। কিছুটা থেমে বললেন, "আঙ্কেলজি, মাই নেম ইজ আয়ুষ্মান ত্রিবেদী, মেঁ আপকো উস বিল্ডিং সে নিকলতে দেখা, এল-১২ ফ্ল্যাটমে মেরা বিবি রাহেতি থি, লাস্ট মেঁনে ২ সাল পাহেলে আয়া থা। আপকো পতা হে, ও অভি তক ক্যা ইধার র্যাহেতি হে?"
আমি বললাম, "ওই ফ্ল্যাটে এখন আমি থাকি, আপনার স্ত্রী ওখানে থাকেন না, আপনি অন্য কোথাও খুঁজুন। "
ভদ্রলোক খুব ভেঙে পড়লেন, বললেন, "নেহি মুঝে উসসে মাফি মাঙ্গনা থা। ফির পতা চলা, উসকি মা বিমার হো গ্যায়িহে, ঠিক হে, মেঁ চলতা হুঁ, মেরা আমেরিকা জানেওয়ালা ফ্লাইটকা সময় হো গ্যায়া হে। "
ভদ্রলোক স্ত্রীকে পেলেন না, অপেক্ষাও করলেন না, চলে গেলেন।

২০)

আমি পড়াশোনায় আরো পিছিয়ে যেতে শুরু করলাম। আমার শরীরটাও খারাপ হতে শুরু করলো। আমি বুঝতে পারছি, আমি আর এই ভাবে জীবন চালাতে পারছিনা। আমি রোজ রাতে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর ভাবি, অপেক্ষার কি শেষ আছে?তবু অপেক্ষা করি মালতীর কথা ভেবে।
এরপর আরেকটা চিঠি এলো। মালতী পাঠিয়েছে।
"দীপ, আমি একটা আশার আলো পেয়েছি, আমার সাথে ইদানীং আলাপ হয়েছে একজন মানুষের, তার নাম রুদ্র। আমার আর তোর ব্যাপারে তাকে সবটা বলেছি। রুদ্র হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে ভালো চাকরি করে। সে আমাদের সাহায্য করবে সব রকম ভাবে। কাল রাত ন'টায় স্টেশনে চলে আসিস। আমরা পালিয়ে যাবো। আমার তারপরের দিন মাসির বাড়ি থেকে বিয়ে, আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবোনা। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করবো স্টেশনে। বেশি কিছু নিতে হবেনা। রুদ্র সব ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে। আর বাড়ির জন্য ভাবিসনা। আমরা পালিয়ে গিয়ে আগে বিয়েটা করবো। দুদিন পর সব শান্ত হলেই আমরা আবার ফিরে আসবো। তা হলে চলে আসিস, ঠিক রাত ন'টায়। "
আমি জানিনা আমি কি করবো। কিন্তু মালতী তার কথা রেখেছে, আমার অপেক্ষা সার্থক হয়েছে, সিলিং ফ্যান আমার অপেক্ষার কাছে হার মেনেছে। এখন শুধু মনকে শক্ত করে, ব্যাগ গুছিয়ে পালানো, তারপর আমি আর মালতী এক। আমি ব্যাগ গোছাতে শুরু করলাম। বেশি কিছুনা, প্রয়োজনীয় যেটুকু না নিলেই নয় সেটুকুই। মায়ের আলমারি থেকে কিছু টাকা নিলাম। এবার লক্ষ্য ঘর-পালানো।

২১)

ভিতরে ডাইনিং হলে ওকে দেখলাম না, হয়ত ও শোবার ঘরে, গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে, সামনে রেডিওটা আসতে করে হয়ত গান শোনাচ্ছে। আচ্ছা এইরকম একটা প্রেমের দিনে কি গান পিছনে চলতে পারে?ধুর, আমি পিয়ালিকেই ভাবতে বলবো, ও বেশি গান শোনে। আমি আর অপেক্ষা না করে, আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দরজাটা খুললাম। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে, পিয়ালির চোখ আমার চোখের দিকে। আমি আগে কোনোদিন ওকে এই অবস্থায় দেখিনি। ওর গায়ে কোনো কাপড় নেই, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ওকে দেখার চেয়েও অবাক আমি ওর পাশে নগ্ন অবস্থায় মিঃ অনিমেশ রয়কে দেখে। আমি জানিনা আমার কি করা উচিৎ ছিল। স্বামী হিসাবে আমার কি চিৎকার করা উচিৎ? আমি চুপচাপ দরজা দিয়ে বাইরে চলে এলাম। সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট মুখে দিলাম, আমার হাত কাঁপছে, আমার মাথা কাজ করছেনা। মিঃ রয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জামা প্যান্ট পরে বেরিয়ে গেল। পিয়ালি ঘরের মধ্যেই আছে। মাটিতে পড়ে আছে আমার আনা কেক, ফুলেরতোড়া। আমার হাতে রয়ে গেল, সোনার আংটিটা। টেবিলের উপর রাখা বিরাট একটা কেক, তাতে লেখা আই লাভ ইউ পিউ। তার উপর আটকানো একটা ডায়মন্ড রিং...

২২)

রাস্তায় নীলার সাথে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে হসপিটাল নিয়ে যাবে বলেছিলো আজ, তাই এসেছে। আমি হসপিটালে পৌঁছালাম। কত লোকজন, কত রুগী, কত রোগ। আমি হসপিটালকে এই কারণেই পছন্দ করিনা।

বাইরে নীলার বাবা স্ত্রীর সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছেন, ভিতরে নীলার মা মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। সবাই কিছুর জন্য জীবনে অপেক্ষা করে বেঁচে আছে। আমিও করছি, তবে কার জানিনা।

নীলার বাবার পাশে গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোককে খুব ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু হাল ছাড়েননি।

আমি ওনার হাতটা ধরলাম, উনি তাকালেনও না, আমি কে জানতেও চাইলেন না। কিছুটা সময় পর বললেন, "আমি নীলার থেকে আপনার কথা শুনেছি, আমাদের ভালোবাসা পায়নি বলেই ভালোবাসার কাঙাল মেয়েটা। বরটাও চলে গেছে। সারাটা জীবন আমি আর ওর মা অশান্তি করেই কাটিয়ে দিলাম। আমি এক অসফল মানুষ, যে কোনো কাজই ঠিক করে পালন করতে পারিনি। না পারলাম ভালো বাবা হতে, না ভালো স্বামী হতে।

ওর মাকে শুধুই কষ্ট দিয়েছি, জানেন যে সম্পর্কের শুরু মিথ্যে দিয়ে সেই সম্পর্ক ভালো যেতে পারেনা। আমি ওকে ঠকিয়ে নিজের করে নিয়েছি, শুধু ওকে না....আমি ঠকিয়েছি, আরেকটা মানুষকে, আমি সারাটা জীবন তাকে খুঁজছি, একবার ক্ষমা চাওয়ার জন্য। "

ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। অপেক্ষার খেলায় কিছু মানুষকে বিরতি দেওয়া উচিৎ, অন্তত শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে। জানিনা কার ক্ষমার জন্য অপেক্ষা করছেন এই ভদ্রলোক।

২৩)

মালতী স্টেশনে অপেক্ষা করছে, ট্রেন চলে যাচ্ছে। আমার অপেক্ষা সার্থক হলেও, মালতীর অপেক্ষার শেষ হয়নি।
আমি পালাতে পারিনি। না কেউ আমায় দেখে ফেলেনি, আমায় আটকেছে আমার সম্পর্ক, আমার দায়িত্ববোধ। আমি পালালে, আমার মা কি ভাবে মেনে নেবে আমি জানিনা। বাবা শুনে হয়ত আর বাঁচবেইনা। আমি না থাকলে ওনাদের কিছু হলে কে ডাক্তার ডাকবে?কে হসপিটাল নিয়ে যাবে?আমি না থাকলে কে মাকে জল তুলে দেবে?আমি না থাকলে কে বাবাকে সকালে দোকান খোলার জন্য ডেকে দেবে?আমি না থাকলে কে ঘরে হাসবে?আমি না থাকলে ঘরটা হয়ত ভেসে যাবে।
আমি ঝড় হয়ে সব শেষ করে পালাতে পারলামনা।
আমি সমুদ্রের ধারে বসে আছি, প্রবল ঢেউ আমায় ডাকছে, আমি জানি আমার জীবন চাইছে ঢেউ-এ গা ভাসিয়ে দিতে। ভেসে যেতে বহুদূর। কিন্তু আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। ঢেউকে অপেক্ষা করতে হবে আমার জন্য। এখন সবটাই অপেক্ষার খেলা।

দিন চলে যায়, আর কোনো খবর জানিনা। মালতী কোথায় কিভাবে আছে জানিনা। আমি জানিনা আমি ঠিক করেছি, না ভুল। বাড়ি না মালতী?কর্তব্য নাকি ভালোবাসা?জানিনা, জানি শুধু অপেক্ষা করতে হবে, মন বলছে, আমাদের একদিন দেখা হবেই।

২৪)

দিন যেতে লাগলো, আমরা আবার অনেকটা দূরে সরে গেলাম। হয়ত আগে যেটুকু কথা হত, এখন তাও হয়না। আমি এখন টাইটা অফিসে ঢোকার আগে কেয়ারটেকার রমাপদকে দিয়েই পরিয়ে নিই। পিয়ালি আর স্কুলে যায়না। আমার দিকে তাকায়না। রাতে উঠে বলেনা "অনেক রাত হলো, শুয়ে পড়ো। "

ওর চোখে অপরাধের ছোঁয়া লেগে আছে। কিন্তু কেন?ও তো কোনো দোষ করেনি। আমি তিনবছর সুযোগ পেয়েছি, আর কতদিন সুযোগ পাবার যোগ্য আমি?হয়ত আর কয়েকদিন আগে বলতে পারলে, অনেক কিছু বদলে যেত। আচ্ছা, ও কি অনিমেশকে ভালোবাসে?ওর সাথে থাকবে?আমি কোনোভাবে ওদের মাঝে চলে আসছি? ও যদি চায় ওর ভালোর জন্য, আমি ওকে ডিভোর্স দিতে পারি। এক জীবনে আর ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "পিয়ালি, তুমি কি অনিমেষকে ভালোবাসো?ওর কাছে যেত চাও? আমায় বলতে পারো। আমি তোমাদের মাঝে আসবোনা। "

পিয়ালি উত্তর দেয়না, ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করছে, ও ছুটে ঘরে চলে গেল। ও খুব কাঁদছে, খুব কাঁদছে। আমি আজও ওকে বুঝিনি, কেন কাঁদছে? কার জন্য কাঁদছে।

২৫)

হসপিটালের অপেক্ষা, হয়ত সবচেয়ে খারাপ অপেক্ষা। ডাক্তারবাবু এলেন, বললেন রুগীর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। ওনারা কোনো আশার কথা শোনাতে পারলেন না। আশার পরেও মানুষের পড়ে থাকে অপেক্ষা। নীলার বাবা, নীলা ছোটাছুটি করছে, ওষুধ, রক্ত এসব জোগাড় করতে। আমিও করতে চাই, জিজ্ঞেসও করলাম, নীলা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলো।
কিন্তু নীলার মায়ের অপেক্ষাই জিতে গেলো। উনি কষ্টে হয়ত মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন, মৃত্যু এলো বিকেলবেলা। নীলার আর ওর বাবার অপেক্ষার খেলা শেষ হয়ে গেল, পরাজিত সৈনিকের মতো ভেঙে পড়েছে দুজনে। নীলার বাবা মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, একজন ধরে বসালেন।
আমি কিছুটা সাহস দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভাষা খুঁজে পেলাম না। কি বলবো আর, বলার কিছু নেই।

নীলার মাকে বের করছে কেবিন থেকে। আমার সামনে দিয়ে যাবে। আমি দেখতে চাইনা, তবু ইচ্ছে হচ্ছে, মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা মানুষ জিতে গেলে, কি অভিব্যক্তি হয়, দেখার জন্য।

লাশটাকে এখন আমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি মুখটা দেখলাম। আমি শুধু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি এনাকে চিনি, কিন্তু নাম মনে পড়ছেনা। মুখটাও স্মৃতিতে ধূসর হয়ে গেছে। তবুও চিনেছি। হয়ত আমি এনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। হয়ত আমি স্টেশনে আসতে দেরি করে ফেললাম, এই ট্রেনটা ধরতেই আমার ছুটে যাওয়া ছিল, ট্রেন চলে যাচ্ছে, তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ছুঁতে গেলে, লাইনধরে পিছনে ছুটতে হবে, এই বয়সে তা আমার দ্বারা হবেনা। সবাই চলে গেল, স্টেশন এখন খালি, জানিনা অপেক্ষার শেষ হয়ত এখানেই, নাকি এখনো শেষের অপেক্ষা করতে হবে।

২৬)

না, আমি ভুলে গেছিলাম, সময় আর সমুদ্রের ঢেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেনা। খবর পেলাম, সেদিন রাতে মালতী পালিয়েছে। আর পালিয়ে তার প্রেমিকের সাথে বিয়ে করেছে।
আমি জানিনা, এই প্রেমিক কে?আমি নিজেকেই এতদিন মালতীর প্রেমিক বলে জানতাম। আবার কে?
পরে জানলাম, রুদ্র নামে সেই ছেলেটার সাথেই পালিয়ে বিয়ে করেছে। আমি এখনো বিশ্বাস করি, মালতী আমাকেই শুধু ভালোবাসে, শুধু মাত্র বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করবেনা বলেই পালিয়েছে। আর পালিয়ে কোন পরিচয়ে থাকবে এই জন্যই, মিথ্যে বিয়ের খবর রটিয়েছে।
আমার অপেক্ষার মাঝেই খবর এলো, মালতীর বাবা, ওকে আর রুদ্রকে মেনে নিয়েছে, বাড়ি ফিরছে ওরা দুজনে।

মালতী আবার আসছে। আমার কাছাকাছি। হয়ত এবার এসে বলবে সবটা মিথ্যে ছিল। আমি জানি, অন্য কোনো পুরুষের সাথে রাতে শুতে গেলে, মালতী আঁতকে উঠবে, সারা বিছানায় আমার গন্ধ খুঁজবে, আয়নায় নিজেকে দেখবে, যে নষ্ট হয়ে যায়নিতো?আমার জন্য নিজেকে সাজাবে, নীল শাড়ি পরবে, কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ পরবে, চোখে কাজল দেবে। আর জানলার কাছে বিকেলের পাখি দেখে অপেক্ষা করবে।
কিন্তু খবর পেলাম মালতী এখন হসপিটালে, ওর বাচ্চা হবে। আমার কথা ওর মনে নেই হয়ত। তবু আমি জানি অপেক্ষা করতে, ও যে বলেছে, অপেক্ষা করতে। মালতী, অপেক্ষার কি আদৌ শেষ আছে?...

২৭)

অনিমেশের কাছে গেছিলাম, সে পিয়ালিকে নিজের কাছে আনতে চায়না, যা বুঝলাম, সে দায়িত্ব নেবার জন্য কোনো সম্পর্ক করেনি, সবটাই খেলা। পিয়ালিটা সত্যিই বড্ড অভাগী। আমার মধ্যে আর চলার ক্ষমতা নেই। আমি কি করবো?পিয়ালিকে বলবো অনিমেশ এমন বাজে মানুষ, আমি ওকে ভালোবাসি, আমি সব ভুলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে চাই। সেটাই হয়ত আমার আদর্শ কাজ হবে। আর কিছু ভাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বাড়ি এলাম, আজ বাড়ি আরো শান্ত। ঘরে ঢুকলাম। সিলিং ফ্যান থেকে পিয়ালির নিথর দেহটা ঝুলছে। আমার চমকে ওঠার মতো ক্ষমতা নেই। একটা চিঠি রাখা, আমি তুলে পড়লাম, পিয়ালি লিখে গেছে, "আমায় ক্ষমা করে দিও প্লিস, আমি অপেক্ষা করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম, সারাজীবন তোমার ভালোবাসা পাবার জন্য অপেক্ষা করবো। কিন্তু পারিনি। আমি রোজ ভাবতাম, টাই পরিয়ে যখন পিছনে ঘুরি, তুমি আমার হাত টেনে ধরবে, আমি স্নান করে ঘরে এলে, আমার চুলের গন্ধ নিতে আসবে, অফিস যাবার আগে আমার গালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে যাবে। আমি অপেক্ষা করেছিলাম, শেষে ভাবলাম, অপেক্ষার কোনো শেষ নেই। অনিমেশ আমায় স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু তা মিথ্যে ছিল। সংসারটা আমার আর করা হলোনা। মিসেস চৌধুরী হয়েই মরতে চাই, এটাই আমার একমাত্র পরিচয়, আর যেটা বলতে পারিনি, ভালোবাসি তোমায়, খুব ভালোবাসি। রমাপদ ঠিক করে টাই পরাচ্ছেতো?বেশি রাত জাগবেনা, সকালে অফিস থাকে, ডেকে দেবার জন্য আমি থাকবোনা। এখন আসি, ভালো থেকো, তবে হ্যা, আমাদের উজান আর এলোনা..."

২৮)

নৌকার মধ্যে বসে, নদীর মধ্যে ভেসে যাচ্ছি আমি। পাশে রাখা শুধু মুখ ঢাকা একটা লাশ।
নৌকার কোনো মাঝি নেই, নিজে নিজেই ভেসে ভেসে যেদিকে ইচ্ছে যাচ্ছে। আমাদের জীবনও মাঝে মাঝে মাঝি ছাড়া ভেসে ভেসে চলে যায়।
অনন্ত কাল ধরে যেন আমি নদীতে ভেসে যাচ্ছি, চারিদিকে শুধু জল, কত দিন কোনো মানুষ দেখিনি, এমনকি পশু পাখি, মাছ কাউকে দেখিনি। কত দিন হলো কথা বলিনি কারো সাথে।
লাশটার সাথে কথা বললে হয়। কাপড়টা সরিয়ে কি একবার দেখবো? অনেক ভেবে, কাপড় সরিয়ে, মুখটা দেখলাম, খুব চেনা মুখ, নামটা বেশ কি ছিল... লাশের মুখ বদলে বদলে যাচ্ছে।
লাশের চোখে তুলসীপাতা, নাকে তুলো। ছোটো থাকতে এরই প্রেমে পড়েছিলাম। ভালোবেসে মন বলে ডাকতাম, ভালো নামটা বেশ কি ছিল, হ্যাঁ মালতী। না না, মুখতো বদলে গেছে, এই মেয়েটার গলায় দাগটা কিসের?এ তো আমার মৃত স্ত্রী, পিয়ালি। না না মুখটা বদলে মালতীর মেয়ে নীলার মুখ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, ওর জলতরঙ্গ হাসি এখনই শুনতে পাবো। কিন্তু লাশ হাসেনা।

আচ্ছা, তিনটে মেয়ে কি তবে একই? নাকি তাদের ভালোবাসার মানুষটাই এক? জানিনা। তবে আমার অপেক্ষা শেষ হয়নি, নদীর তীর খুঁজে বের করতে হবে, যদিও আমি খুঁজবো কি করে, নৌকা যেদিকে নিয়ে যাবে যাবো। আমি আমার জীবনে যে কাজটা পারি, সেটাই করবো, তীরের অপেক্ষা। সামনে বিশাল এক ঢেউ আসছে। হয়ত এটাকেই সুনামি বলে। আমি মালতীদের বাঁচাতে লাশটাকে জড়িয়ে রেখেছি, আমি সামনের দিকে তাকিয়ে, নৌকা তার গতি বাড়িয়ে ছুটছে, বিশাল ঢেউ-এ মিশবে সে, জানি ঢেউ পেরোলেই তীর আছে, অপেক্ষা করতে হবে, কারন অপেক্ষার কোনো শেষ নেই....